Deed of GIFT

হেবা দলিল

হেবা দলিল শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হেবার বিধান ইসলামীক আইনের অন্তর্গত। হেবা দলিলের শ্রেণীবিভেদ রহিয়াছে- হেবা বিল, বেল এওয়াজ হেবা ইত্যাদি। ইসলামীক আইন অনুযায়ী হেবা দলিল আকারে প্রণয়ন করিবার কিংবা রেজিষ্ট্রী করিবার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র মৌখিক কথা ও দখল অর্পণের মাধ্যমে হেবা কার্য সমাধা হইতে পারে। তবে দেশীয় আইন অনুযায়ী হেবা দলিল আকারে লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়া আবশ্যক। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধান ও নিবন্ধন আইনের বিধান যুগপৎ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১০০ টাকার বেশী মূল্য মানের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে গেলে অবশ্যই নিবন্ধিত দলিল থাকিতে হইবে।

প্রচলিত আইনে যাহা দান বলিয়া গণ্য হয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে তাহা হেবা বলিয়া ধরা হয়। হেবা কেবলমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হেবাবিল এওয়াজ বা বেলএওয়াজ (Bil Ewaj Heba or Gift in Exchange of something):

হেবাবিল এওয়াজের অর্থ হইতেছে প্রতিদানের বিনিময়ে দান। হেবাবিল এওয়াজের মধ্যে দুইটি আদান প্রদান থাকে। তার মধ্যে একটি দান অপরটি প্রতিদান। ক, খ এর বরাবরে তার ঘোড়া দান করে এবং পরে খ, ক-এর বরাবরে তার গরু দান করে। ইহাকেই বলে হেবাবিল এওয়াজ। ক-এর দান এবং খ-এর দান মিলে হয় হিবাবিল এওয়াজ। ইহাদের প্রত্যেকটি হেবা। সুতরাং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হেবার সব আবশ্যিক উপাদান বর্তমান থাকা প্রয়োজন। হেবা প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

হেবা-বি-শার্তিল এওয়াজ (Conditional Ewaj):

যখন বিনিময়ের চুক্তিতে হেবা করা হয় তখন সেই আদান-প্রদানকে হেবা-বি শার্তিল এওয়াজ বলে। যে এওয়াজ সম্পর্কে শর্ত করা হয় তাহা নির্ধারিত বা অনির্ধারিত উভয়েই হইতে পারে।

হেবা-বি-এওয়াজ এবং হেবা-বি-শার্তিল এওয়াজের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি দুইটি হেবার শর্তের পর্যায়ক্রমিক আদান-প্রদান, এবং দ্বিতীয়টি শর্তের ভিত্তিতে হেবা। হেবাবিল এওয়াজে দুইটি পৃথক করা থাকে; তার একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল নহে। হেবাবিল এওয়াজে প্রথম হেবা যে সময়ে করা হয়, সে সময় দাতার দ্বিতীয় হেবা বা এওয়াজের কথা মনে নাও থাকিতে পারে। কিন্তু হেবা-বি-শার্তিল এওয়াজ উভয় পক্ষের মনে প্রতিদান বা বিনিময়ে ধারণা বিদ্যমান থাকে।

যে সমস্ত সম্পত্তির হেবা করা যায় সেই সমস্ত সম্পত্তি হেবাবিল এওয়াজ বা হেবা-বি-শার্তিল এওয়াজ করা যায়।

- স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে দান করতে হয়। ঐ দলিল দাতার দ্বারা বা তাহার পক্ষ হইতে কাহারও দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং অন্যান্য দুইজন সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হইতে হইবে। অস্থাবর সম্পত্তি এই প্রকার রেজিষ্ট্রি দলিল কিংবা দখলার্পণ দ্বারা দান করা যায়।

- দান করিবার অর্থ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া। সুতরাং যে দান দাতার ইচ্ছায় ফিরাইয়া নেওয়া যায়, তাহা দান নহে। দানের পর দাতা দানকৃত বস্তু নিজের ইচ্ছায় ফেরৎ পাইতে পারেন না।

Deed of GIFT
দানপত্র দলিল

দানের সংজ্ঞা (Definition of gift):

কোন ব্যক্তি বিনা প্ররোচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিনা পণে বা বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ না করে কোন সম্পত্তিতে তার বিদ্যমান স্বত্ব অন্যের বরাবরে হস্তান্তর করাকে দান বলে। যে দান করছে তাকে বলা হয় Doner এবং যে দান গ্রহণ করছে তাকে বলা হয় Donee, দান গ্রহীতা বা Donee দান গ্রহণ করার পর দানটি সম্পূর্ণ হয়। নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কিংবা স্নেহ ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে দান করা হয়। তাই ইহাতে বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করার সুযোগ নাই।

দানের উপাদান (Ingredients of gift):

দানের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলেই দানের উপাদান পাওয়া যায়। একটি দানের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য মোটামুটি নিম্নরূপ:

(ক) দানকার্যে একজন দাতা থাকিবেন। তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ, সজ্ঞান ও সচেতন হইতে হইবে। মানসিক ভারসাম্যহীন বা নির্বোধ ব্যক্তি দান করিতে পারেন না।

(খ) দাতাকে দানকৃত সম্পত্তির মালিক হইতে হইবে অর্থাৎ সম্পত্তি দানের ক্ষমতা তাহার থাকিতে হইবে।

(গ) দান গ্রহীতা সাবালক হইলে স্বয়ং এবং নাবালক হইলে তাহার পক্ষে অন্য কাউকে দান গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রহণ ছাড়া দান সম্পূর্ণ হইবে না। দান গ্রহণের পূর্বে দাতার মৃত্যু হইলে দান বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) স্থাবর-অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তিই দানযোগ্য। তবে দানকালে সম্পত্তির অস্তিত্ব অবশ্যই থাকিবে। দাতা ভবিষ্যতে মালিক হইবেন এরূপ সম্পত্তি আগাম দান করা যাইবে না।

(ঙ) দানপত্র লিখিত না হইলেও চলে। তবে দানকৃত সম্পত্তি স্থাবর হইলে এবং তাহার মূল্য ১০০ টাকার বেশী হইলে রেজিষ্ট্রেশন আইন মোতাবেক দান রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

(চ) পাওনাদারকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে দান করা হইলে তাহা পাওনাদার মামলা করে বাতিল করিতে পারেন।

(ছ) দান পণবিহীন হইতে হইবে। দানের পরিবর্তে কোন বিনিময় গ্রহণ করা যাইবে না।

বৈধ দানের উপাদান বা শর্তাবলী (Essentials of a valid gift) :

যে সকল বিষয় ব্যতীত দান বৈধ হয় না, সেই সকল বিষয় গুলিকে দানের অপরিহার্য উপাদান বলা হয়। নিম্নে সেই সকল উপাদানগুলি আলোচনা করা হইল-

(১) দাতা (Doner):- দাতা হইল সেই ব্যক্তি যিনি দান করেন। দানকার্যে অবশ্যই একজন দাতা থাকিবে। কারণ দাতা ছাড়া কোন দানকার্য কার্যকর হইতে পারে। না। দাতাকে অবশ্যই সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হইতে হইবে। সুতরাং কোন নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত দান বৈধ নয়। কারণ চুক্তি আইন মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা না থাকায় নাবালক দান করিতে পারে না।

(২) দান গ্রহীতা (Donee) :- "গ্রহীতা কর্তৃক দানকৃত সম্পত্তি গ্রহণ"- দানের একটি অন্যতম উপাদান। তাই, দানের ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন গ্রহীতা থাকিবে। দানগ্রহীতা নাবালক হইলে তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে দান গ্রহণ করিতে পারে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দান গ্রহণের পূর্বে দাতার (Doner) মৃত্যু ঘটিলে সংশ্লিষ্ট দান বাতিল বলিয়া গণ্য হয়।

(৩) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (Voluntarily):- দানকার্য অবশ্যই স্বেচ্ছামূলক হইতে হইবে। অন্যায় প্রভাব, প্রতারণা বা জোর করিয়া দানের দলিল সম্পাদন করা হইলে সেই প্রকার দান বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) দানের বিষয়বস্তু (Subject-matter of gift):- স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি দানের বিষয়বস্তু হইতে পারে।

(৫) সম্পত্তির অস্তিত্ব (Existence of property):- দানকার্য সম্পন্ন করিবার সময় অবশ্যই দানকৃত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকিতে হইবে।

(৬) মালিকানা (Ownership):- দাতাকে দানের বিষয়বস্তুর মালিক বা স্বত্বাধিকারী হইতে হইবে। দানের সময় দাতা যে সম্পত্তির মালিক থাকে না বা দাতা ভবিষ্যতে মালিক হইবে এই রকম সম্পত্তি দান করা যায় না।

(৭) প্রতিদানের অনুপস্থিতি (Absence of consideration):-দান পণ-বিহীন হইতে হইবে। অর্থাৎ দানের ক্ষেত্রে কোন মূল্য বা প্রতিদান ছাড়াই সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়।

(৮) অবৈধ হইবে না (Must not be illegal): অবৈধ দান অথবা কাহাকেও প্রতারণার উদ্দেশ্যে দান পণবিহীন হইলেও উহা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) হস্তান্তরের ক্ষমতা (Power to transfer):- দান এক প্রকার হস্তান্তর। তাই দাতার দানকৃত সম্পত্তি দান বা হস্তাম্বারব ক্ষমতা থাকিতে হইবে।

(১০) শর্তযুক্ত দান (Conditional gift): দাতা দানপত্র দলিলে যদি এইরূপ কোন শর্ত আরোপ করে যে, দানকৃত সম্পত্তি গ্রহীতা কোন দিন হস্তান্তর বা বণ্টন করিতে পারিবে না, তবে এই সকল শর্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং দানপত্রটি শর্তহীন অবস্থায় বলবৎ হইবে।

(১১) জীবিতকাল পর্যন্ত উপস্বত্ব ভোগ (Reservation of life interest): দাতার জীবিতকাল পর্যন্ত দানকৃত সম্পত্তি হইতে দাতা কোন উপস্বত্ব লাভ করিবে বা ভোগ করিবে এইরূপ শর্তযুক্ত দান শর্ত সাপেক্ষে বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(১২) দানের পদ্ধতি (Modes of transfer of gift):- দাতাকে অবশ্যই বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী দান করিতে হয়। যেমন-

(ক) **স্থাবর সম্পত্তি (Immovable property)** দানের ক্ষেত্রে দাতাকে অবশ্যই দানপত্রটি লিখিত ও রেজিষ্ট্রীযুক্ত দলিলের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে। এইরূপ দলিলে কমপক্ষে দুইজন প্রত্যয়কারী সাক্ষীর (attesting wit-nesses) স্বাক্ষর থাকিবে। ফলে, এইভাবে সম্পাদিত দানের ক্ষেত্রে দখল হস্তান্তরের (Delivery of possession) প্রয়োজন হয় না।

(খ) **অস্থাবর সম্পত্তি (Movable property)** দানের ক্ষেত্রে দানপত্রটি রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের দ্বারা অথবা শুধুমাত্র দখল অর্পণের (Delivery of possession) দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে।

"ধারা ১২২। দান-এর সংজ্ঞা (Definition of gift):

এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ও কোন প্রকার পণ গ্রহণ না করিয়া কোন অস্থাবর বা স্থাবরবিদ্যমান সম্পত্তি অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিলে এবং সেই ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অদ্য কেহ উহা গ্রহণ করিলে তাহাকে বলা হয় 'দান'। যে ব্যক্তি অনুরূপভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করেন তাহাকে বলা হয় 'দাতা' এবং যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করেন তাহাকে বলা হয় 'দানগ্রহীতা'।"

দানপত্র (Gift deed):

স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে হস্তান্তর অবশ্যই নিবন্ধিত দলিল মারফৎ করিতে হইবে। দলিল দানপত্র দাতা বা তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে এবং কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী দ্বারা প্রত্যায়িত হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তির দান হয় নিবন্ধিত দলিলে উপযুক্তরূপে স্বাক্ষর করিয়া বা অর্পণসহ হস্তান্তর দ্বারা হইবে। হিন্দু আইনে দানের সিদ্ধতার জন্য তাহা লিখিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দানগ্রহীতাকে বিষয় বস্তুর দখল অর্পণ প্রয়োজন। বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে অর্পণ পরোক্ষভাবে হইতে পারে।

দখল অর্পণ (Delivery of possession):

- দানপত্র দাতা কর্তৃক দানপত্র গ্রহীতাকে দানের বিষয়বস্তুর দখল অর্পণ না করা হইলে, হিন্দু আইন অনুসারে দান সিদ্ধ নহে। কেবলমাত্র দলিল নিবন্ধিত করা দখল অর্পণের সমতুল্য নহে। সুতরাং কেবল দলিল নিবন্ধিত করিলে দাতা হইতে দানগ্রহীতাকে স্বত্বের হস্তান্তর হয় না। কিন্তু সেখানে দানের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য এইরূপ। যে বাস্তবিক দখল অর্পণ হইতে পারে না, সেখানে, যদি দাতা দান সম্পূর্ণ করিবার জন্য সবকিছু পদক্ষেপ নিয়া থাকেন যাহাতে দানগ্রহীতা দখল নিতে পারেন, সেইক্ষেত্রে দানকে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।
- যদি দাতা দান সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত কিছু করেন কিন্তু সম্পত্তি অন্য-জনের জবরদখলে থাকিবার জন্য দখল অর্পণে অসমর্থ হন, সেইখানে দান সম্পূর্ণ এবং জবরদখলী ব্যক্তি বলিতে পারিবেন না যে দখল অর্পণ হয় নাই বলিয়া দান অসিদ্ধ।
- যখন গ্রহীতা নাবালক এবং দাতার সহিত বাস কবিতেছে এবং ইহা প্রমাণিত যে প্রকৃতই স্বত্বদানের অভিপ্রায় ছিল ও সম্পত্তি হস্তান্তরের তারিখ হইতে দাতা গ্রহীতার জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি দখলে রাখিয়াছেন, তখন দান প্রমাণ করিবার জন্য বাস্তবে দখল অর্পণের প্রয়োজন নাই।
- দানপত্র দলিলে কোন শর্ত দেওয়া থাকিলে স্বত্ব আপনা হইতেই বাতিল হইযা যায় এবং দানকার্য বহাল থাকে। শর্তসাপেক্ষ দান হয় না।
- **দানপত্র দলিলের বিরুদ্ধে প্রিএম্পসন (pre-emption) চলে না।**

দানপত্র এবং উইলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Deed of Gift and Will):

১। দানপত্র এক প্রকার হস্তান্তর। কোন ব্যক্তি কাহাকেও তাহার সম্পত্তি দান করিলে উপরোক্ত সম্পত্তিতে তাহার আর কোন অধিকার থাকে না। দানগ্রহীতা দানকারীর স্বত্বে স্বত্ববান হন।

কিন্তু উইলে এমনটি হয় না। কোন ব্যক্তি উইল করার পর ইচ্ছা করিলে উইল পরিবর্তন করিতে পারেন বা উইল বাতিল করিয়া ফেলিতে পারেন। অর্থাৎ উইলদাতা উইলকৃত সম্পত্তিতে নিঃস্বত্ব হন না।

২। দানপত্রে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। অর্থাৎ, দানগ্রহীতা দানকারীর সম্পত্তি কিভাবে ভোগ-দখল করিবেন তাহার উল্লেখ থাকে না। ইহাতে দানগ্রহীতা ইচ্ছামত। সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতে পারেন।

পক্ষান্তরে উইলের ক্ষেত্রে উইলগ্রহীতা কিভাবে সম্পত্তি ভোগ-দখল করিবেন সে বিষয়ে নিয়ম-কানুনের উল্লেখ থাকে।

৩। দানপত্র কোন সম্পত্তির কোন বিলিব্যবস্থা না। কারণ ইহার দ্বারা পোষ্যদের মধ্যে বিলি-বণ্টনের পর দান করা হয় এবং দান সচরাচর আপন পোষ্যদের বাহিরে ব্যক্তিদেরকেই করা হয়।

পক্ষান্তরে, উইল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তি বিলি-বণ্টনের প্রামাণ্য দলিল।

৪। দান আইনানুগভাবে সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে কার্যকরী হয়, কিন্তু উইল কার্যকরী হয় উইলকারীর মৃত্যুর পর।

৫। দানপত্র একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করার পর রেজিষ্ট্রি করিতে হয়। অর্থাৎ একশত টাকা বেশি দান হইলে এইরূপ দানপত্র রেজিষ্ট্রি করা কর্তব্য।

পক্ষান্তরে, উইলের ক্ষেত্রে, রেজিষ্ট্রির কোন বাধ্যবাধকতা নাই। রেজিষ্ট্রি করিলে ভাল, কিন্তু না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। অর্থাৎ উইল রেজিষ্ট্রি করার জন্য উইলকারীকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হইতে হয় না।

৬। দানপত্র একবার আইনসম্মত উপায়ে সম্পাদন করা হইলে, সেইক্ষেত্রে কোন উপায়েই ইহাকে প্রত্যাহার করা যায় না।

পক্ষান্তরে উইল একবার সম্পাদন করা হইলে, পরে দাতা ইচ্ছামাফিক তাহা প্রত্যাহার করিতে পারেন।

৭। দানপত্র দলিলে কোন শর্ত আরোপিত হইয়া থাকিলে দানপত্রগ্রহীতা ঐ শর্ত মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন। শর্তভঙ্গের ফলে দানপত্র বাতিল হয় না। বরং শর্ত বাতিল হইয়া যায় দান বহাল ও বলবৎ থাকে।

পক্ষান্তরে, উইলে শর্তারোপ করা হইয়া থাকিলে শর্ত অবশ্যই কার্যকর করিতে হয়। অন্যথায় উইল বলবান ও ফলবান হয় না। শর্ত দেওয়া থাকিলে শর্তসহই উইল প্রযোজ্য হইবে।

৮। দানপত্র দলিলে সাধারণভাবে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় এবং প্রতি লক্ষ টাকা মূল্যের জন্য ১০০০ টাকা রেজিষ্ট্রি ফিস দিতে হয়।

পক্ষান্তরে উইল প্রণয়নের জন্য কোন ষ্টাম্প প্রয়োজন হয় না। সাদা কাগজে বা ডেমি কাগজে উইল করা যায়। তাহা রেজিষ্ট্রি করিতে হইলে নামমাত্র ফিস দিতে হয়।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারায় বলা হইয়াছে:

"স্থাবর সম্পত্তির কোন দান সম্পন্ন করতে হইলে তাহা অবশ্যই কোন রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের দ্বারা করিতে হইবে এবং উক্ত দলিলদাতা বা তাহার পক্ষে অন্য কাউকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং অন্ততঃ পক্ষে দুজন সাক্ষী কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তিতে কোন দান সম্পন্ন করিতে হইলে তাহা অনুরূপভাবে স্বাক্ষরিত কোন রেজিস্ট্রিকৃত দলিল দ্বারা বা উক্ত অবস্থাবর সম্পত্তি অপর্ণ দ্বারা করিতে হইবে।

ডিড অব গিফট বা দানপত্র বা হেবানামা রেজিষ্ট্রেশনের নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প মাসুল সম্পর্কে ধারণা (Registration of gift or heba and idea about its stamp duty):

বর্তমানে দানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্ট্যাম্প মাসুল এবং তদুপরি রেজিস্ট্রেশন ফিস প্রদান করিতে হয়। দান প্রায় সকলকে করা যেতে পারে।

কিন্তু যত্র তত্র দান করিলে সেইক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প মাসুল গ্রামের ক্ষেত্রে ৫% ও শহর এলাকার ক্ষেত্রে ৬% হারে প্রদেয়যোগ্য এবং তদুপরি ১% হারে রেজিষ্ট্রেশন ফি দিয়া তবেই দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রি করা যাইবে।

শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র- কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র বা দৌহিত্রী এবং সহোদর ভ্রাতা-সহোদরা ভগ্নী এই সকল ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি দান করিলে দানকৃত সম্পত্তির মূল্যমানের উপর ০.৫% হারে বা শতকরা ০.৫০ পয়সা হারে অথবা ১০০০ টাকা সর্ব্বোচ্চ ষ্ট্যাম্প মাসুল ও তদুপরি ১% হারে রেজিষ্ট্রেশন ফিস প্রদানে দানপত্র রেজিষ্ট্রি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

পৌত্র – পুত্রের পুত্র, দৌহিত্র – কন্যার পুত্র

পৌত্রী – পুত্রের কন্যা, দৌহিত্রী – কন্যার কন্যা

কিন্তু উপরোক্ত সম্পর্কের ব্যক্তি ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে দানপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য বিক্রয়ের সমতুল্য গ্রামের ক্ষেত্রে ৫% ও শহর এলাকার ক্ষেত্রে ৬% হারে ষ্ট্যাম্প মাসুল এবং তদুপরি ১% হারে রেজিষ্ট্রেশন ফিস প্রদানে রেজিষ্ট্রি করিতে হয়। যেমন-

ভ্রাতুষ্পুত্র – ভাইয়ের পুত্র,

সম্পর্কে ভ্রাতা –

খুড়তুতো ভাই, পিসতুতো ভাই, মাসতুতো ভাই

মামা –

ভাগ্না -

ইত্যাদি সমস্ত সম্পর্ক

The END